দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 8 SEP 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে ।। মৌন মিছিলে বিশৃংখলা

বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার সংকল্প ঘোষণা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। যথারীতি ক্লাস ও অফিস বসেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ আহূত গতকালের সন্ত্রাস বিরোধী মৌন মিছিলের পাশাপাশি শ্লোগানমুখরিত অঙ্গী মিছিলও দেখা গেছে। শ্লোগান ও হৈ চৈয়ের মুখে নির্ধারিত সমাবেশে উপাচার্য তার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান মৌন মিছিলের শুরু ও শেষে সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ছাত্র-শিক্ষকসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। তিনি জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যবাহী পীঠস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচিয়ে রাখতে সকলের সহায়তা কামনা করেছেন।

গতকাল সকালে পরিবেশ পরিষদ আহূত অপরাজেয় বাংলার পাদদেশের সমাবেশে উপাচার্য বক্তৃতা শুরু করার প্রায় সাথে সাথেই সমাবেশে যোগদানকারী একদল ছাত্র 'নীরু ভাইয়ের মুক্তি চাই', '১১জন ছাত্রের বহিষ্কার মানি না, মানবো না' সহ বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা শ্লোগান দিতে দিতে সভা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। চরম বিশৃংখলা ও হট্টগোলের মধ্যে উপাচার্য মাত্র কয়েক মিনিটেই বক্তৃতা শেষ করেন। এর পরে সারিবদ্ধ হয়ে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের সুশৃংখল মৌন মিছিল বের হয়। মিছিলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বক্তব্য-সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন ছিল। মিছিলকারীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

মিছিল শুরুর কয়েক মিনিট পরেই সমাবেশে শ্লোগান দিতে থাকা অংশটি মিছিলের পুরোভাগে এসে যায়। এক পর্যায়ে তারা উপাচার্য, উপউপাচার্য ও কয়েকজন শিক্ষকসহ মূল মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অঙ্গী মিছিলটি দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। এ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দুটো মিছিল চলতে থাকে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অঙ্গী মিছিলটি শ্লোগান দিতে দিতে পলাশী মোড় পর্যন্ত পৌঁছলে পুলিশও মিছিলের সাথে সাথে এগিয়ে যেতে থাকে। অঙ্গী মিছিলটি পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় উপাচার্যের অফিসে এসে শেষ হয়। মিছিল ও সমাবেশের বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে উপাচার্য তাৎক্ষণিকভাবে জানান, "যা ঘটেছে তা দুর্ভাগ্যজনক"।

সুশৃংখল অপর মিছিলটিও

(৭-এর পাতায় দেখুন)

বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এই মিছিলে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

মিছিল ও সমাবেশে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ নিন্দা প্রকাশ করেছে। পরিষদ একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে। বিশৃংখলাকারীদের মধ্যে যে ক'জন ছাত্র আছে তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। এতে বলা হয়, অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল তরুণ আকস্মিকভাবে শ্লোগান দিতে শুরু করে। মিছিল শুরুর পরে এক পর্যায়ে এই উচ্ছৃঙ্খল তরুণরা দৌড়াদৌড়ি করে মিছিলের সামনে কিছুটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'মৌন মিছিলে এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক' বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

দীর্ঘ ৭৩ দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর ছাত্র সমাগম হয়। তবে মিছিল, হট্টগোল ও বিশৃংখলার কারণে অল্প সময়েই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক কমে যায়।

উপাচার্যের বক্তব্য

উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান অপরাজেয় বাংলার পাদদেশের সমাবেশ ও মৌন মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণাকালে দুটি সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে বিশৃংখলা, সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয় তার জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে হবে। সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা এ লক্ষ্যে কঠোর থাকব।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের আগে দু'জন ছাত্র ও একজন শিক্ষাচাকরের অকাল মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই দুঃখজনক ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। অভিভাবকদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার অবসান চাই।

200